সচেতন নাগরিক মঞ্চের মিছিল ও ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ রামনবমীর মিছিলকে ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু অভিযোগের পর এবার সচেতন নাগরিক মঞ্চ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ তুলে রাজ্যের অন্যান্য জেলার সাথে সাথে দুর্গাপুরেও মিছিল এবং ডেপুটেশন দেওয়া হল। 'সচেতন নাগরিক মঞ্চ' দুর্গাপুরের গান্ধী মোড় ময়দান থেকে কয়েকশো মহিলা ও পুরুষ মিছিল করে সিটি সেন্টারে মহকুমাশাসকের দপ্তরের সামনে এসে জমায়েত করেন। এরাজ্যে গত রামনবমীর দিনে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর অকারণে আঘাত হানা হয়েছে এমন অভিযোগ তুলেই এই সচেতন নাগরিক মঞ্চ মহকুমাশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। রামনবমীর পরে দুর্গাপুরের পাণ্ডবেশ্বরে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। তা নিয়েও কিন্তু সরব হতে দেখা যায় এই গেরুয়া পতাকাধারীদের। মহিলাদের সামনে রেখেই এই নাগরিক মঞ্চের নাম বিজেপির মিছিল আয়োজিত হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। এই ধরণের কার্যকলাপ দুর্গাপুর ছাড়াও রাজ্যের আরো বেশকিছু জেলায় আয়োজিত হয়েছে বলে জানা গেছে। একই নামে এবং একই ইস্যুতে রাজ্যের একাধিক জেলায় এই মিছিল যে কোনো রাজনৈতিক দলের ইন্ধনেই হয়েছে এমনই অভিযোগ করে দুর্গাপুরের তৃণমূল সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, কিছু মানুষ নিজেদের অতি রামভক্ত প্রমাণ করবার জন্য এরাজ্যে মারামারির ঘটনা ঘটাতে চাইছেন। এরাজ্যের মানুষ ধর্মীয়ভাবে উদার। তারা সর্বধর্মের আদর্শে বিশ্বাসী। তাই এই মেকি রামভক্তরা আসলে রামকে সামনে রেখে জাতিদাঙ্গা লাগিয়ে ঘরে বসে মজা দেখতে চাইছেন। আর এদের তো নেতাই হলেন দাঙ্গাগুরু। মানুষ সজাগ এবং সচেতন। এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে এরাজ্যের মানুষের পাহারাদার বলেন। তাই তিনি থাকতে এই মেকিদের অভিলাস পূরণ হবে না। অন্যদিকে নাগরিক মঞ্চের অন্যতম সদস্য অচ্যুত হাজরার দাবি, একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করে এরাজ্যকে পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত করবার চক্রান্ত চলছে। তাই বৃহস্পতিবার সারা রাজ্যের সাথে সাথে দুর্গাপুরেও এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বেঁচে বেঁচে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। আমারা তার প্রতিবাদ করছি। তবে বহু মানুষ সমালোচনা করেই বলছেন এরাজ্যে নেই। এদেশ ধর্মনিরপেক্ষতার বিচারে সারা পৃথিবীর কাছে এক গর্বের স্থান অধিকার করে থাকলেও এই দেশেই সম্প্রতি ধর্মীয় কচকচানিতে বেশ কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাই অবিলম্বে ধর্মকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার অপচেষ্টা বন্ধ হোক এমনটা দাবি বহু প্রকৃত সচেতন নাগরিকদের।

আদিবাসী ছাত্র ও যুব ফোরামের গণ ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ মোট ছয় দফা দাবি নিয়ে আদিবাসী ছাত্র ও যুব ফোরামের গণ ডেপুটেশন জমা পড়ল বৃহস্পতিবার। সকালে আসানসোলের রবীন্দ্র ভবন থেকে ধামসা মাদল নিয়ে একটি মিছিল করে এসডিএম অফিসে আসে তাঁরা। নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে সাঁওতালি বিভাগ চালু করতে হবে। কোড়া ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দিতে হবে, এস টি শংসাপত্র প্রদানে হয়রানি বন্ধ সহ মোট ছয় দফা দাবি ছিল এদিন। এদিনের মিছিলে আসানসোলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আদিবাসী সমাজের লোকেরা যোগ দেয় বলে জানা গেছে। মিছিলে ছাত্র-ছাত্রীদেরও পা মেলাতে দেখা যায়। ফোরামের পক্ষ থেকে হিরালাল সরেন বলেন, আদিবাসী যুব ফোরামের পক্ষ থেকে আমরা ডেপুটেশন জমা দিতে এসেছি। কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটিতে সাঁওতালি বিভাগ অবিলম্বে চালু করতে হবে। কোড়া ভাষার স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ এর দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। আসানসোল এলাকায় আদিবাসী আবাসিক বিদ্যালয় যাতে গড়ে ওঠে তার দাবি আমরা রাখছি। প্রাইভেট সেক্টরে রিজার্ভেশন রাখতে হবে। বৃহস্পতিবার আদিবাসী সংগঠনের এই মিছিল ও ডেপুটেশন ঘিরে এসডিএম অফিস চত্বরে কড়া পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়।

বাড়ি ভেঙে পড়ায় চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ বৃহস্পতিবার আসানসোলের পাক্কাবাজার এলাকায় একটি বাড়ি ভেঙে পড়ে। ঘটনায় আহতের কোন খবর না থাকলেও এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাড়িটি বহু দিনের পুরানো। ভোর চারটে নাগাদ হঠাৎ করে বাড়িটি ভেঙে পড়ে। সে সময় এলাকায় কেউ না থাকায় বড়োসড়ো দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ। আসানসোলের পাক্কাবাজার এলাকা ব্যবসায়িক জায়গা বলে পরিচিত। সেখানে বাড়ির একাংশ ভেঙে গিয়ে বাড়িটি বিপদজনকভাবে আছে বলে জানালেন এলাকার কাউন্সিলার উমা সারাফ। তিনি বলেন, আমি খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছাই। বাড়িটি বহু পুরানো। বাড়িওয়ালা বাড়িটি সংস্কার করতে চাইছেন না। বাজারে এরকম বেশ কিছু বাড়ি রয়েছে। মেয়রের সাথে কথা হয়েছে, আমরা পুরনিগমের পক্ষ থেকে নোটিশ পাঠাব। এলাকাটি অনেক কনজাস্টেট আছে। বাড়ি মালিকের সাথে কথা বলেছি বাড়িটি ঠিক করার জন্য। অপরদিকে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ভোরের দিকে সাড়ে তিনটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। বাড়িটির সামনের দিকটা ভেঙে পড়েছে। কাউন্সিলার এসে ছিলেন, দেখে গেছেন। আসানসোল বাজারে অনেক এরকম বাড়ি আছে যেগুলি যেকোনো সময় ভেঙে পড়ে যেতে পারে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পুরনিগমের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন এলাকার কাউন্সিলার।

আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে এলাকার মাছচাষীদের হাতে মাছের চারা তুলে দেওয়া হয় বৃহস্পতিবার সকালে। **নিজস্ব চিত্র**

স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হেল্পলাইন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ জেলার বেসরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর জন্য ব্যবস্থা নিল প্রশাসন। বৃহস্পতিবার জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে, জেলার কোনো বেসরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে এখন থেকে তা অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলাপরিষদ) নবকুমার বর্মনের কাছে জানানো যাবে। এমনকি ফোন নম্বর ০৩২৪২-২৫০৩০৪ ও ২৫৫৪৫০ তে এবং ফ্যাক্স নম্বর ০৩২৪২-২৪০৪১১ ও ইমেলেও এ ই ও জেড পি বি এ এন কে অ্যাট দ্যা রেট জিমেল ডট কমে জানানো যাবে। এছাড়াও অতিরিক্ত জেলাশাসক মহাশয়ের মোবাইল ও ওয়াটস্ অ্যাপ নাম্বারে ৯৭৭৫৩৬৯৯৯৩ তে জানানো যাবে। প্রয়োজনে জেলাশাসক ও জেলা পরিষদেও এই অভিযোগ তাঁর কাছে জানানো যাবে। জেলাপ্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে খুশি জেলাবাসী।

অবৈধ নির্মাণ সরাতে হবে ৪ মে'র মধ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ শহরের রাস্তার দুপাশে অবৈধ দখল বা নির্মাণ আগামী ৪ মে তারিখের মধ্যে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন বাঁকুড়ার সদর মহকুমাশাসক অসীম কুমার বালা। মহকুমাশাসক জানান, সুকান্ত স্ট্যাচুর মোড় থেকে স্কুলডাঙা চার্চ মোড়, মাচানতলা থেকে লালবাজার পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে অবৈধ কাঠামো সরিয়ে ফেলতে হবে নিজেদেরকেই নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরানো না হলে মহকুমা প্রশাসন থেকে সেগুলিকে ভেঙে সরিয়ে দেওয়া হবে। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, বাঁকুড়া শহরের রাস্তাগুলি ক্রমে দখল হয়ে সরু হয়ে পড়ছিল। দুর্ঘটনা এড়াতে প্রসাশন অবৈধ কাঠামো ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম ধাপে মাচানতলার বঙ্গবিদ্যালয় এলাকার অবৈধ কাঠামোর মালিকদের ২৭ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখের মধ্যে দখল ফাঁকা করার জন্য বলা হয়েছিল। সেই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ২৮ জানুয়ারী প্রশাসন বুল্ডোজার দিয়ে সেখানকার দখল করা জায়গাগুলি মুক্ত করেন। এই অবৈধ দখল উচ্ছেদের পর দিন তামলীবাঁধ এলাকা এবং পরবর্তীতে মাচানতলা থেকে লালবাজার এলাকার রাস্তা দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নেয় প্রশাসন। প্রশাসনের বক্তব্য, শহরে সুন্দর, অবাধ ও দুর্ঘটনামুক্ত করতে দুধারের নর্দমা পর্যন্ত অবৈধ কাঠামো সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে বাঁকুড়া শহরবাসীর সমর্থনও পেয়েছে প্রশাসন।

সোনাডাঙা বাঁধ সংস্কারের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লকের সোনাডাঙা বাঁধ মজে গেছে। যেটুকু জায়গায় এখনও জল রয়েছে তা আগাছায় ভরে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে এলাকাবাসীরা তীব্র জলকষ্টে ভুগছেন। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় বাঁধটির জলধারণ ক্ষমতা একেবারে কমে গেছে। বাঁধের অধিকাংশ অংশটাই গবাদি পশু চরার মাঠে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বাঁধটি সংস্কারের জন্য তাঁরা দাবি জানিয়ে আসছেন। বৃহস্পতিবার বাঁধের পাড়ে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন অমল রায় ও চিন্তাহরণ বাউরি। তাঁরা বলেন, একসময় বাঁধটি প্রায় ১০০ বিঘার মতো জায়গা জুড়ে ছিল। এই বাঁধের জল সেচের কাজে ব্যবহৃত হত। এলাকাবাসীরা এই বাঁধে স্নান, কাপড় কাচা, বাসন ধোওয়া ইত্যাদি কাজ করতেন। বর্তমানে সবকিছুই প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এখন অতবড়ো বাঁধটি একটি ছোটো ডোবায় পরিণত হয়েছে। বর্ষার প্রায় ২ মাস দেরি রয়েছে। ইতিমধ্যে বাঁধের জল প্রায় শুকিয়ে গেছে। আর এই গরমে জলকষ্ট আরো বাড়বে ওই গ্রামে। তাই গ্রামবাসীদের বক্তব্য বাঁধটি '১০০ দিনের কাজ' প্রকল্পে, 'জল ধরো, জল ভরো' প্রকল্পে বা পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে সংস্কার করা প্রয়োজন। এই বাঁধটির সংস্কার হলে সোনাডাঙা সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা উপকৃত হবেন। এলাকায় সেচের ও মাছ চাষের সুযোগ বাড়বে। তাছাড়া পরিবেশের দিক থেকেও বাঁধটি সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজন। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, রায়পুর ব্লকের ফুলকুশমায় জিপু খাল দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে জলধারণ ক্ষমতা হারিয়েছিল। সম্প্রতি এই খালটি পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ণ পর্ষদের টাকায় সংস্কার করা হয়েছে। এজন্য প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। সিমলাপাল, ঠাকুরবাড়ি, ধবাসোলসহ বেশ কয়েকটি গ্রামের প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার চাষী সেচের জলে চাষ করতে পারছেন। সুতরাং জিপু খালের মতো সোনাডাঙা বাঁধ সংস্কার করে নতুন করে বাঁধ দিয়ে বৃষ্টির জল ধরে রাখা যায় তবে সেই জল থেকে সারাবছর চাষীরা চাষ করতে পারবেন।

৩০ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের কালনা আবগারি দপ্তর বিশেষ অভিযান চালিয়ে বেআইনি মদের ঠেকে হানা দিয়ে প্রায় ৩০ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করেন। গত মঙ্গলবার ও বুধবার কালনার স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়, কল্যাণপুর, বাগনাপাড়া স্টেশন এলাকায়। আবগারি দপ্তরের উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়। তবে এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলেই জানা যায়। আবগারি দপ্তরের ওসি সুপ্রিয়া সাঁতরা বলেন এখন নিয়মিত এই অভিযান চলবে।

গৃহবধূকে উত্যক্ত, প্রতিবাদ করায় মারধর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ গ্রামেরই এক বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে গৃহবধূকে উত্যক্ত করছিল বেশ কিছু মদ্যপ যুবক। তার প্রতিবাদ করেছিল পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা বাউড়ির বোন সুজাতা বাউড়ি। প্রতিবাদ করায় তাঁর বোনকে মারধর করে। পুলিশকে ডেকে অভিযুক্ত অমর বাউরিকে ধরিয়ে দেয়। তখনকার মতো সমস্যা মিটে গেলে অনুষ্ঠান শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে আবার অমরের পরিবারের লোকজন মারধর করে পূর্ণিমা বাউড়ি ও তাঁর বোনকে। বোন সুজাতার শ্লীলতাহানিও করে বলে অভিযোগ। বাড়িতে গিয়েও তাঁর মাকে মারধর করে ও হুমকি দিয়ে আসে অমরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেওয়ার।

এ বিষয়ে কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন পূর্ণিমা বাউড়ির বোন সুজাতা বাউড়ি। অভিযুক্ত অমর বাউরিকে গ্রেফতার করে দুর্গাপুরের কাঁকসা থানার পুলিশ।

কালনায় এক্সচেঞ্জ অফিসে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের কালনা এক্সচেঞ্জ অফিসে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো সাউ সরকার এলাকায়। সকালে হঠাৎই এক্সচেঞ্জ অফিসের জানালার কাছে একটি এসি মেশিন থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে স্থানীয়রা চিৎকার করেন। এরপরেই ওই এক্সচেঞ্জ অফিসে থাকা একজন ইলেকট্রিসিয়ান দেখেন জানালার কাছে থাকা একটি এসি মেশিন থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। এরপর তিনি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের সাহায্যে আগুন প্রায় নিভিয়ে ফেলেন। এরপর ঘটনাস্থলে কালনার দমকল বাহিনী আসে। দমকল কর্মী ও ওই ইলেকট্রিসিয়ান এসি মেশিনটিকে খুলে ফেলেন ও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এসি মেশিনে আগুন লাগার ফলেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলেই দমকল কর্মীরা মনে করেন। তবে কোন ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

অবৈধভাবে অ্যাসিড বিক্রি, গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ ফের অ্যাসিড কাণ্ডে গ্রেপ্তার হল আরও এক। ধৃতের নাম নির্মল কুমার দাস, নদীয়ার চাকদার বাসিন্দা। পেশায় ব্যবসায়ী নির্মল দাসকে যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে ডেকে পাঠায় গোয়েন্দারা। দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর, তার কাছে ব্যবসার উপযুক্ত প্রমাণপত্র না থাকায় অ্যাসিড বিক্রির অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার তাকে বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হয়। দিন কয়েক আগে বর্ধমান শহরের ১০৮ শিবমন্দির সংলগ্ন নবাবহাট থেকে খদ্দের সেজে বিশ্বজিৎ দত্ত নামে এক অ্যাসিড বিক্রেতাকে গ্রেফতার করে সি আই ডি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বড়ো চক্রের হদিশ পায় গোয়েন্দারা। এরপরেই এই নির্মল দাসের হদিশ পায় তাঁরা।

রাস্তা দখল করে চলছে ব্যবসা, তীব্র যানজট শহরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আরামবাগ বাসস্ট্যাণ্ডের সামনে রাস্তার উপর ফলবিক্রেতারা পসরা সাজিয়ে ব্যবসা করছে। এর ফলে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ায় ওই রাস্তায় দৈনন্দিন যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। স্থানীয়রা বলেন, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে জানানো হলেও শুধুই প্রতিশ্রুতি মিলেছে। ফলবিক্রেতাদের একেবারে রাস্তা থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে না। ফলে স্থানীয় মানুষ এবং যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। বাসস্ট্যাণ্ডের সামনের রাস্তার উপর লাইন দিয়ে ফলব্যবসায়ীরা ব্যবসা করায় রাস্তাটির একাংশ তাদের দখলে চলে গেছে। ফলে রাস্তা ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে পড়ায় ওই রাস্তায় নিত্য যানজটের ঘটনা ঘটছে। আমরা বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে এই বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছি। তাসত্ত্বেও রাস্তা দখল করে ফলবিক্রি বন্ধ করার বিষয়ে উদ্যোগী হননি কেউই। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আরামবাগ শহরের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বর্ধমান-আরামবাগ-তারকেশ্বর রাস্তাটি। এই রাস্তা দিয়েই কম সময়ে কলকাতা থেকে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বর্ধমান যাওয়া যায়। এই রাস্তার উপর চাপ সবসময়ই বেশি। এই রাস্তাটি এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ফলব্যবসায়ীরা বহু বছর ধরে রাস্তার একাংশ দখল করে দিনের পর দিন ধরে কিভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, বাম আমলে ফলব্যবসায়ীদের এই রাস্তার উপর থেকে তুলে বাসস্ট্যাণ্ডের পাশে হকার্স কর্ণার নামে একটি মার্কেট করে তাদের ব্যবসার জন্য জায়গা দেওয়া হয়। কয়েক মাস ধরে সব ঠিকঠাক ভাবে চলতে থাকলেও দিন বাড়ার সাথে সাথে অন্যান্য ফল ব্যবসায়ীরা ওই রাস্তার উপর পসরা সাজিয়ে ফলবিক্রি করতে শুরু করে। ফলে রাস্তা ফের সংকীর্ণ হয়ে পড়ায় রাস্তায় যানজট হতে শুরু করে। বছর খানেক আগে স্থানীয় নেতা ও পুলিশের উদ্যোগে ফলব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা গেলেও বর্তমানে ফলব্যবসায়ীরা ফের রাস্তার উপর পসরা সাজিয়ে ব্যবসা করতে শুরু করেছে। ওই রাস্তা দিয়ে দ্রুত গতি যানবাহন চলাচল করে। বাসস্ট্যাণ্ডের সামনে লোকজনও ওই রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ফল কেনেন। এরফলে অনেক সময় রাস্তা উপর দাঁড়িয়ে ফল কিনতে গিয়ে মানুষজন দুর্ঘটনার শিকার হন। এই বিষয়ে আরামবাগ শহরের বাসিন্দা সৌরভ গাঙ্গুলি বলেন, বাসস্ট্যাণ্ডের সামনের রাস্তার একাংশ দখল করে ফলব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছে। এরফলে রাস্তা ছোটো হয়ে যাওয়ায় ওই রাস্তায় দৈনন্দিন যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। ওই রাস্তা দিয়েই আমরা আরামবাগ মহকুমা হাসপাতাল, আরামবাগ বিডিও অফিস, পঞ্চায়েত সমিতির অফিস, রেলস্টেশন যাতায়াত করি। কিন্তু রাস্তায় যানজট থাকায় দুর্ঘটনার পাশাপাশি আমাদের গন্তব্যস্থলে যেতেও দেরী হয়। আমরা তাই রাস্তার উপর থেকে ফলব্যবসায়ী দের সরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। এ বিষয়ে আরামবাগ পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে আলোচনা চলছে যাতে ফলব্যবসায়ী দের অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করা যায়।

আরামবাগ বাসস্ট্যাণ্ডে রাস্তা অবরুদ্ধ করে ব্যবসা করছে ফলবিক্রেতারা। চিত্র ঃ অভিজিৎ মুখার্জী

মন্তেশ্বরে কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের কিষাণ মান্ডিতে। কুসুমগ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৪ জন চাষী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই শিবিরে কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রশিক্ষক ও কৃষকরা এদিন উপস্থিত ছিলেন। আত্মা প্রকল্পের বিভিন্ন দিক এদিন কৃষকদের সামনে তুলে ধরেন অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি ম্যানেজার তন্ময় চক্রবর্তী। এছাড়াও হাইব্রিড ধানচাষ করার ফলে কৃষকেরা কিভাবে লাভবান হয়েছেন তার বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন মন্তেশ্বরের সহ কৃষি অধিকর্তা কণক দাস।

তিনি বলেন, জামনা অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে হাইব্রিড ধানচাষের পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে তা অভূতপূর্ব। বর্ধমান জেলায় সাড়া ফেলে দেওয়ার মতো কাজ শুরু করেছেন মন্তেশ্বরের এই জামনা অঞ্চলের কৃষকেরা। হাইব্রিড ধানচাষে বেশী ফলনের কারণে তাঁরা অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধিও লাভ করেছেন। এছাড়াও এদিন মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিভিন্ন দপ্তরের উদ্যোগে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কৃষকদের।